মাসিক

দুর্নীতি দমন কমিশন

৮ম বর্ষ । ৩০তম সংখ্যা । আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ । ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

দুদক বার্তা

www.acc.org.bd

এক নজরে

- সম্পাদকীয়
- হট লাইন ভিত্তিক অভিযান
- গণশুনানি
- বিচার ও দন্ড
- গ্রেফতার
- দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলা
- প্রশিক্ষণ
- সভা-গণশুনানি-অভিযান কর্মসূচি

সম্পাদকীয়

ঘুষ-দুর্নীতিসহ সকল প্রকার পঙ্কিলতা থেকে মুক্তির জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এদেশে ঘুষ-দুর্নীতি প্রতিরোধের আইনি দায়িত্ব দুর্নীতি দমন কমিশনের। কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধ, দমন ও নিয়ন্ত্রণে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দুর্নীতি দমনে কমিশন অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে নিয়ন্ত্রণমূলক/প্রতিকারমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা যেমন-মামলা দায়ের, গ্রেফতার, আদালতে মামলা পরিচালনা করে দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করার কাজটি করছে। শুধু শাস্তি নিশ্চিতকরণ নয়, অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ আইনি প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তকরণের লক্ষ্যেও কাজ করছে কমিশন।

কমিশন নিজস্ব কর্মকৌশলের আলোকে কার্যকর এনফোর্সমেন্ট এর পাশাপাশি কমিশনের নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, কার্যকর অনুসন্ধান, তদন্ত ও প্রসিকিউশন, কার্যকর দুর্নীতি প্রতিরোধ কৌশল, শিক্ষা কৌশল, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ, তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার, গোয়েন্দা কার্যক্রম বৃদ্ধি ইত্যাদি দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সৃজনশীল এবং অভিনব কর্মসূচির অংশ হিসেবে কমিশন বিভিন্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গঠন করছে "সততা স্টোর"। সততা ও নৈতিকতা হচ্ছে মানুষের নিজস্ব আত্মিক অনুভূতির বিষয়, যা অন্যের কাছে প্রতিভাত হয়।

২০১৬ সাল থেকে বিভিন্ন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিনব এই স্টোর বা দোকান স্থাপন করা হচ্ছে। এসব দোকানে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ, চিপস্, চকলেটসহ বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী প্রদর্শন করা থাকে। দোকানে প্রতিটি পণ্যের মূল্য তালিকা, পণ্যমূল্য পরিশোধের জন্য ক্যাশ বাক্স ইত্যাদি সবই থাকে, থাকে না শুধু বিক্রেতা। শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করে ক্যাশ বাক্সে পণ্য মূল্য পরিশোধ করে। কমিশন এ পর্যন্ত প্রায় ৩৬০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সততা স্টোর গঠন করেছে। জাতিসংঘ উন্নয়ন তহবিল কর্মসূচি (ইউএনডিপি) সততা স্টোর গঠনে দুর্নীতি দমন কমিশনকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়া কমিশনের নিজস্ব অর্থায়নেও সততা স্টোর গঠন করা হচ্ছে। আবার স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে স্ব-স্ব অর্থায়নে সততা স্টোর স্থাপন করা হচ্ছে। প্রতিটি সততা স্টোর গঠনে দুদক থেকে ৩০ হাজার করে টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সততা স্টোর রয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানের কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ এই স্টোর থেকে ক্রয় করে থাকে। তারা দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করে-মূল্য তালিকা দেখে মূল্য পরিশোধ করছে। ক্যাশবক্সের পাশে রক্ষিত রেজিস্ট্রারে দ্রব্যের নাম ও পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ তারাই লিপিবদ্ধ করছে। এই দোকানগুলো সিসি ক্যামেরার আওতামুক্ত। এছাড়া সততা স্টোরগুলোতে তেমন নজরদারি করা হয় না। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা যদি অসৎ উদ্দেশ্যে এখান থেকে দ্রব্য-সামগ্রী কিনে অর্থ পরিশোধ না করে চলে যায়, তাহলে তাদেরকে চিহ্নিত করার কোন সুযোগ রাখা হয়নি। সৎ, স্বচ্ছ ও সুন্দর চিন্তার মানুষ সমাজ তথা রাষ্ট্রের নৈতিক মানদণ্ডের ইতিবাচক নিয়ামক হতে পারে। সততা ও নৈতিকতার বিকাশে সমন্বিত ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। তবে আশার আলো দেখাচ্ছে সততা স্টোর। এই স্টোর থেকে পণ্য কিনে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নিষ্পাপ কোমল হৃদয়ের শিক্ষার্থীরা অর্থ তছরুপ করছে না। যারা বয়সে প্রবীন যাদের বিরুদ্ধে প্রায় প্রায়শই গণমাধ্যমে অনৈতিকতা তথা ঘুষ-দুর্নীতির সংবাদ প্রকাশ হয়, তাদের এই তরুণ শিক্ষার্থীদের আচরণ থেকে শিক্ষা নেওয়া সমীচীন। ■

১০৬
নম্বরে ফ্রি কল করুন

Like us on Facebook
facebook.com/acc.org.bd

নির্বাহী সম্পাদক
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়
১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।
৯৩৫৩০০৪-৮ info@acc.org.bd www.acc.org.bd

গণশুনানি

দুদক আগস্ট/২০১৯ মাসে ০৭টি গণশুনানি পরিচালনা করেন।

গনশুনানির সংখ্যা	গণশুনানির স্থান
০৭টি	লালমনিরহাট সদর, লালমনিরহাট; গঙ্গাচড়া, রংপুর; গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা; পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়; মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর; তজুমুদ্দিন, ভোলা; মৌলভীবাজার সদর, মৌলভীবাজার ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ

কমিশন আগস্ট/২০১৯ মাসে ৬৬ জন কর্মকর্তাকে দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

গনশুনানির সংখ্যা	গণশুনানির স্থান
০৩টি	১. মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত "Executive Certificate for Strategic Management of Anti-Corruption programe" শীর্ষক প্রশিক্ষণ। ২. দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে অনুসন্ধান ও তদন্ত পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ। ৩. দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

গ্রেফতার

দুদক বিভিন্ন মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ আইনি প্রক্রিয়ায় আগস্ট/২০১৯ মাসে ০৪ (চার) জনকে গ্রেফতার করেছেন।

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম	অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
মোহাম্মদ আলমগীর, সাবেক রেকর্ড কীপার, চীফজুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, বর্তমানে-নাজির, জেলা জজ আদালত, নোয়াখালী।	আসামি মোহাম্মদ আলমগীর একজন পাবলিক সার্ভেন্ট হওয়া সত্ত্বেও নিজের দাপ্তরিক পরিচয় গোপন করে, পেশা ব্যবসা হিসেবে দেখিয়ে মাইজদী কোর্ট শাখায়-ন্যাশনাল ব্যাংকে মেসার্স ঐশী ট্রেডার্স নামে চলতি হিসাব এবং সিসি ঋণ হিসাব; এছাড়াও মাইজদী কোর্ট শাখায়-ইউসিবিএল ব্যাংক, ডাচ-বাংলা ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংকসহ উক্ত ব্যাংকগুলোতে চলতি হিসাব খোলেন। অভিযোগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার বিভিন্ন হিসাবগুলোতে ২০১০ সাল হতে ০৭/০২/১৯ পর্যন্ত ২৭,৮২,৭২,৯৬৬/- টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করেন।
তাসভীর-উল-ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কাশেম ড্রাইসেল্‌স লিঃ ও সভাপতি-ম্যানেজিং কমিটি, এফ,আর টাওয়ার, ঢাকা ও অন্য ০১ জন।	আসামিগণ পারস্পরিক যোগসাজশে অসৎ উদ্দেশ্যে অন্যায়ভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতারণা, জালিয়াতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ১৯৯৬ এর বিধি-বিধান লঙ্ঘন করে এফআর টাওয়ার নামীয় ভবন নির্মাণের ছাড়পত্র ইস্যু, ফি জমা ও নকশা অনুমোদন ব্যতিরেকে ভূয়া নকশা সৃজন করে ১৯ থেকে ২৩ তলা পর্যন্ত অবৈধভাবে নির্মাণ ও বন্ধক প্রদানের মাধ্যমে ৩,৬০,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে।
মোঃ ইব্রাহীম আলী, সদর সাব-রেজিস্ট্রার, পাবনা।	আসামি মোঃ ইব্রাহীম আলী ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ হস্তান্তর/রূপান্তর করে জ্ঞাত আয়ের উৎসের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ ২,৩৮,১৪,৯২৫/- টাকার সম্পদ অর্জন করে।

অভিযোগ কেন্দ্র (১০৬) ভিত্তিক অভিযান

অভিযানের সংখ্যা	অভিযানভুক্ত কতিপয় দপ্তর/প্রতিষ্ঠান	
২৪৪টি	ভূমি	: ডিসি অফিসের এল.এ শাখা; ডিসি অফিসের রেকর্ড রুম; এসি (ল্যান্ড) অফিস; সাব-রেজিস্ট্রারের কার্যালয়; ইউনিয়ন ভূমি/তহসিল অফিস; জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস; রাজউক; জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ।
	স্বাস্থ্য	: ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর; সিভিল সার্জন অফিস; উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স; সদর হাসপাতাল; পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।
	খাদ্য	: নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ; বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই); উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়; জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়; এল.এস.ডি খাদ্য গুদাম।
	অর্থ	: জেলা/উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়; আঞ্চলিক আয়কর অফিস; অডিট অফিস,; কাস্টমস; সঞ্চয় অধিদপ্তর; ব্যাংক।
	মৎস, কৃষি ও পশুসম্পদ	: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর; মৎস্য অধিদপ্তর; কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও অন্যান্য।